শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক খবর

তারিখ 20 JUL 199…
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

130

কলেজ সরকারীকরণের আবেদন

দু'টি পাতা একটি কুঁড়ির দেশ এই সিলেট। যে সিলেটে লালন করেছে বাংলা মায়ের অনেক সন্তানকে। কিন্তু নানা কারণে সিলেটের যে সুনাম ছিল তা এখন আর নেই বললেই চলে। সিলেটের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সিলেট জেলার বালাগঞ্জ উপজেলার তাজপুর মহাবিদ্যালয় আমাদের মুক্তি সংগ্রামের পরপরই স্থানীয় লোকদের প্রচেষ্টায় তাজপুর বাজারের অনতিদূরে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কলেজটি নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ায় কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য মোটামুটিভাবে ব্যর্থ হতে চলেছে। শিক্ষক কম থাকার কারণে উক্ত কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, কলেজটিতে প্রায় তিনশত ছাত্র-ছাত্রী থাকলেও শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ১২ জন। বিশেষ করে বিজ্ঞানে যেমন যোগ্য শিক্ষকের অভাব রয়েছে, তেমনি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিরও অভাব রয়েছে। কলেজটি পল্লী এলাকায় অবস্থিত হওয়ার ফলে পল্লীর ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার বিশেষ সুবিধা ছিল। কিন্তু নানাবিধ কারণে তা ব্যাহত হচ্ছে। এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্তবিনোদনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা খেলাধুলা থেকেও বঞ্চিত রয়েছে। এ ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীরা লাইব্রেরীর বই থেকে বঞ্চিত রয়েছে। এখনও কলেজে একটি পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কলেজটির আর্থিক সংকটও প্রচুর।

উক্ত কলেজটি সরকারী করে ডিগ্রী কলেজে রূপান্তরিত করার দাবী বহুকাল ধরে জানানো হচ্ছে। কিন্তু সে দাবী আজ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। উক্ত কলেজটি ডিগ্রী কলেজে রূপান্তরিত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ বালাগঞ্জ উপজেলায় শিক্ষার্থীদের জন্য এটিই একমাত্র কলেজ। কলেজের এই অবস্থার দরুন ছাত্ররা শহরে এসে নানাবিধ সমস্যার মধ্যে পড়াশুনা করছে। আর যাদের এই অবস্থায় পড়াশুনা করার আর্থিক অবস্থা নেই, তারা পড়াশুনা থেকে অবসর নিচ্ছে। তাই উক্ত কলেজটিকে সরকারী করে ডিগ্রী কলেজে রূপান্তরিত করলে এই অঞ্চলের গরীব ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারবে। আশাকরি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় আমাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে তাদের সজাগ দৃষ্টি অবশ্যই রাখবেন।

—জি ওয়াই চৌধুরী (দোয়েল)
সিকন্দরপুর, গোয়ালাবাজার, সিলেট।

২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা' বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে

'২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্যে শিক্ষা' শ্লোগানটি বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এ উদ্যোগের সাথে সকলেরই একাত্মতা পোষণ করা উচিত। রাষ্ট্রপতির ঘোষিত শ্লোগানের সাথে আমরাও একমত। কারণ, একটি জাতির উন্নয়নের এবং অর্থনৈতিক কাঠামো মজবুত করার পূর্বশর্ত হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন। যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। একজন শ্রমিক, কৃষক, এমনকি বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ যদি শিক্ষিত হয়, তাহলে কলে-কারখানায় ও আবাদী ভূমিতে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় হবে, দারিদ্র্যের মতো ব্যাধি হতে রেহাই পাবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, শিক্ষাঙ্গন হচ্ছে জ্ঞান ভাণ্ডার। সেখানে জ্ঞান অর্জন করবেন সন্তানেরা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল ও প্রাইমারী বিদ্যালয় স্থাপনসহ টোকাই বলে যারা চিহ্নি তাদের জন্যে পথকলি বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। বর্তমান আর্থিক বছরে শিক্ষা খাতে বাজেট প্রতিরক্ষার পরেই স্থান পেয়েছে।

আমরা মনে করি ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।

—এ কিউ এম মাহফুজ উল্লাহ (বাচ্চু)
১৭, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭